

## ১নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

১। আমার পূর্ব বাংলা এক গুচ্ছ স্নিগ্ধ

অন্ধকারের তমাল

একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জে

সন্ধ্যায় উন্মেষের মতো

সরোবরের অতলের মতো

ক. কার শরীর তমাল তরুর মতো?

খ. কাচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া চরণটি দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের কবিতার সাথে রূপাই কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।

ঘ. বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকও রূপাই কবিতার মধ্যে চেতনাগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

## ১নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক, রূপাইয়ের শরীর তমাল তরুর মতো।

খ. প্রশ্লোক্ত চরণটি দ্বারা কবি ধানের কচি পাতা যেমন সতেজতায় পরিপূর্ণ তেমনি রূপাইয়ের কচি মুখের মায়াও সজীবতায় পরিপূর্ণ এ বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

গ্রামবাংলার সাধারণ এক কৃষক রূপাই। পল্লি প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠায় তার শরীরে যেন মিশে আছে প্রকৃতির উপাদানগুণের অ। তার সহজ সরল মুখে যেন মিশে আছে কচিধারনের সবুজপাতার রং। কেননা কবির মতে তার মুখ কচি সবুজ ধান পাতার মতোই সতেজতায় পরিপূর্ণ এ বিষয়টি বোঝানো হয়েছে প্রশ্লোক্ত চরণে।

গ. উপমার প্রয়োগের বিষয়টিতে উদ্দীপকের সাথে রূপাই কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

রূপাই কবিতায় কবি অত্যন্ত পার্থক্যভাবে উপমার প্রয়োগ করেছেন। এখানে রূপাই পল্লির প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা সাধারণ কৃষক। কবিতা তার শারীরিক গঠনকে নানা প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং রূপাইয়ের গায়ের রং বোঝাতে কালো ভ্রমরের সঙ্গে টেনেছেন। এছাড়া তার বাহুকে কচি লাউয়ের ডগার সাথে মুখকে কচি ধানের পাতার সাথে শারীরিকে শ্রাবণ মাসের তমাল গাছের সাথে তুলনা করেছেন। মূলত এখানে কবি পল্লিপ্রকৃতির সন্তানের শারীরিক গঠন বোঝাতে এ উপমাগুলো ব্যবহার করেছেন।

উদ্দীপকে কবি গ্রামবাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপস্থাপন করতে গিয়ে উপমার প্রয়োগ করেছেন। এখানে কবি অন্ধকারে তমাল বনে যে অনুপম কোমল মাধুর্যের দ্যোতনা দেয় তা যেন বাংলা প্রকৃতির মাঝে দেখতে পান পাতায় ছাওয়া লতায় ঘেরা গৃহ যেমন অনুপম আবাস সবুজ শ্যামল পূর্ববাংলাও তেমন। এছাড়া এখানে বাংলা প্রকৃতিকে সন্ধ্যায় উন্মেষ। সরোবরের অতলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কবিতায় কবি রূপাইকে তুলনা করেছেন প্রকৃতির নানা উপাদানের সাথে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সাথে কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে উপমার প্রয়োগের বিষয়টিতে।

ঘ. উপমার প্রয়োগের বিষয়টিতে উদ্দীপক ও রূপাই কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও চেতনাগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

রূপাই কবিতায় কবি রূপাইয়ের শারীরিক বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রকৃতির নানা উপাদানের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এখানে রূপাই পল্লিপ্রকৃতির সন্তান গ্রামেই তার বেড়ে ওঠা এবং সে একজন তরুণ কৃষক। তার স্বভাব অত্যন্ত সহজ সরল ও সুন্দর। সে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কঠিন

মাটির বুকে ফসল ফলায়। রোদে পুড়ে পুড়ে যেমন তার গায়ের রং ভ্রমরের মতোই কালো হয়েছে। কিন্তু কর্মে সে অতি নিপুন ও সবার সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন অন্ধকারের স্লিফ তমালের মতোই মাধুর্যপূর্ণ। গাছের পাতায় ছাওয়া লতা গৃহ যেমন বাংলাও তেমন্ এছাড়া বাংলা প্রকৃতিকে সন্ধ্যায় উন্মেষ ও সরোবারের অতলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

উদ্দীপকের বাংলা প্রকৃতির সৌন্দর্য বোঝাতে উপমার ব্যবহার করা হয়েছে। কবিতায়ও কবি রূপাইয়ের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পল্লি প্রকৃতির উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন যা উদ্দীপকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে কবিতায় কবির চেতনায় ধ্বনিত হয়েছে। এদেশের কৃষি ও কৃষকের সাধনা এবং গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র যা উদ্দীপকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তাই সঙ্গ কারণেই বলা যায় প্রশ্লোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নঃ

পৃথিবীতে নানা জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্রের মানুষ বাস করে। এর মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান কেউ বৌদ্ধ কেউ খ্রিষ্টান কেউ ফসা কেউ বা কালো। কত বিচিত্র মানুষের জীবন। তবেদিন শেষে এই সবকিছুই মূল্যহীন। কেননা মানুষের মূল্যায়ন কখনো জাতপাত ধর্ম বর্ণ দিয়ে করা যায় না। মানুষের মূল্যায়ন তার কর্মের মাধ্যমে। তাই বলা চলে বর্ণ নয় কর্মই মানুষের বিজয়ের পথে পরিচালিত করে।

ক. জসীমউদ্দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

খ. অন্যসব কাজের মতো জাবির গানেও রূপাই পারদর্শী হওয়ায় তার গলা সবার আগে ওঠে।

গ. উদ্দীপক রূপাই কবিতার সঙ্গে কীভাবে তুলনীয়। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বর্ণ নয় কর্মই মানুষকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করে। মন্তব্যটি রূপাই কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

### ২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরঃ

ক. জসীমউদ্দীনের ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন।

খ. অন্যসব কাজের মতো জাবির গানেও রূপাই পারদর্শী হওয়ায় তার গলা সবার আগে ওঠে।

রূপাই গ্রামের ছেলে গ্রামীণ পরিবেশেই তার বেড়ে ওঠা। সে সব কাজে সমান পারদর্শী। গ্রামের আখড়ার জারিগানও সে বেশ ভালোগাইতে পারে। তাই আখড়ায় সবার আগে জারিগানে তারই গলা ওঠে।

গ. উদ্দীপকটি রূপাই কবিতার সঙ্গে সবাইকে সমান মর্যাদাদেওয়া ও কর্মদ্বারা মানুষকে মূল্যায়ন করার বিষয়টিতে তুলনীয়।

রূপাই কবিতায় কবি গ্রামের সাধারণ কৃষক কৃষকের রূপায়ের কথা তুলে ধরেছেন। কবির চোকে রূপাই দেখতে ভ্রমরের মতো কালো হলেও তার মুখে মায়া আছে সরলতার ছাপ আছে। সে পারে অনায়াসে। তার মতো যারাকালো কৃষক কবি তাদেরকে চেহারা দিয়ে মূল্যায়ন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাদের মতো মানুষের হাত ধরেই অর্জিত হয় বিজয়ের পতাকা।

উদ্দীপকের সবাইকে সমান মর্যাদা ও কর্ম দ্বারা মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে। পৃথিবীতে নানা জাতি ধর্মের লোক বাস করে। তবে এসব দিয়ে মানুষেরই রয়েছে নিজস্ব কর্মশক্তি যা তাকে সফলতা এন মূল্যায়ন করা উচিত। কবিতায় কবি কালো রঙের ছেলে রূপাইয়ের মূল্যায়ন করেছেন তার দর্শন ও গুণ দ্বারা। তাই বলা যায় উদ্দীপকটি কবিতার সঙ্গে মানুষের সাধক মূল্যায়ন হওয়ার বিষয়টিতে তুলনীয়।

ঘ. উদ্দীপকের প্রশ্লোক্ত মন্তব্যে বর্ণের চেয়ে কর্মের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যা রূপাই কবিতায় কবি রূপাইয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

রূপাই কবিতায় কবি কালো রঙের তরুন কৃষক রূপাইয়ের কথাতুলে ধরেছেন। ফসলের মাঠে কাজ করতেগিয়ে রোদে পুড়ে তার শরীরের রং কালো হয়েছে। কবির মতে পৃথিবীতে এই কালেরাই জয়। এই সব কৃষকদের কঠোর শ্রম সাধনায়ত সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার ইতিহাস। জন্ম

থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সবকিছুই কালো অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর এ কালো কৃষকেরাই পৃথিবির সবকিছু জয় করেছে। তাদের কর্মশক্তির কারণেই পৃথিবী আজ সভ্যতার শীষে আরোহণ করেছে।

উদ্দীপকে প্রশ্লোক্ত মন্তব্যে মানুষকে বর্ণ দিয়ে বিচার না করার আহবান করা হয়েছে। কেননা মানুষের গায়ের রং কোনো বিষয় নয় মূল বিষয় হলো তার কর্মশক্তি। মানুষ যদি কর্মশক্তিতে বলীয়ান হয় তবে তার সাফল্য নিশ্চিত। কর্মের দ্বারাই যুগে যুগে মানুষ পৃথিবীতে অর্জন করেছে সফলতার চাবি কাঠি।

মানুষের মূল্যায়ন গায়ের রং বা জাত ধর্ম দিয়ে নয় বরং তার যথার্থ মূল্যায়ন তার কর্মশক্তিতে যা উদ্দীপকের প্রশ্লোক্ত মন্তব্যের তুলে ধরা হয়েছে। আর এ বিষয়টিই কবি কবিতার রূপাই চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

### জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। কারবালায় শোকবাহ ঘটনা নিয়ে রচিত হয় কোন গান?

উত্তরঃ পাগাল অর্থ ইস্পাত। ইস্পাতসম কঠিন লোহা।

প্রশ্নঃ ২। সুন্দি শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ সুন্দি শব্দের অর্থ শ্বেতপদ্ম।

প্রশ্নঃ ৩। রূপাইয়ের বাবা পেশায় কী ছিলেন?

উত্তরঃ রূপাইয়ের বাবা পেশায় কৃষক ছিলেন।

প্রশ্নঃ ৪। রূপাইয়ের গায়ের রং কিসের মতো কালো?

উত্তরঃ রূপাইয়ের গায়ের রং কালো ভ্রমরের মতো কালো।

প্রশ্নঃ ৫। রাধা কৃষ্ণের প্রেমের লীলা ক্ষেত্রের নাম কী?

উত্তরঃ রাধা কৃষ্ণের প্রেমের লীলা ক্ষেত্রের নাম বৃন্দাবন।

প্রশ্নঃ ৬। কোথায় রূপাইয়ের লাঠির কদর বেশি?

উত্তরঃ আখড়াতে রূপাইয়ের লাঠির কদর বেশি।

প্রশ্নঃ ৭। কবির মতে কারা সবকিছু জয় করেছেন?

উত্তরঃ কবির মতে কৃষকেরা সবকিছু জয় করেছে।

প্রশ্নঃ ৮। কবি কী দিয়ে কেতাব কোরান লেখার কথা বলেছেন।

উত্তরঃ কবি কালো দাতের কালি দিয়ে কেতাব কোরান লেখার কথা বলেছেন।

প্রশ্নঃ ৯। কার তরে বৃন্দাবন লুটিয়ে পড়ে?

উত্তরঃ কালোকে যে বানায় আলো তার তরে বৃন্দাবন লুটিয়ে পড়ে।

প্রশ্নঃ ১০। কবির মতে কার মুখের হাসি ছড়িয়ে আছে?

উত্তরঃ কবির মতে রূপাইয়ের মুখের হাসি ছড়িয়ে আছে।

## অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রশ্নঃ ১। কৃষকেরা সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে কেন?

উত্তরঃ কৃষকেরা তাদের শ্রম সাধনা ও কর্মদক্ষতার কারণে সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে।

কৃষকেরা এ পৃথিবীর মূল চালিকাশক্তি। তারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের মখের অন্ন জোগাড় করে এবং পাশাপাশি অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করে সমানভাবে। তাদেরই এই অসামান্য অবদানের কারণেই তারা সবার কাছে দামি বলে গণ্য হয়েছে।

প্রশ্নঃ ২। কৃষকের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয় উক্তিটি দ্বারা কীবোঝানো হয়েছে?

উত্তরঃ প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা মানব সভ্যতা বিনির্মাণে কৃষকদের অবদানকে বোঝানো হয়েছে।

কৃষকের কর্মের ব্যাপ্তি আর জীবনস্পর্শ সীমাহীন। তাতে কঠোর শ্রম সাধনার কবলে পড়ে এ পৃথিবীর বক্ষ্যামাটি হয়েছে উর্বর। তারা মৃত্যু জরাজীর্ণ জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্যময় পৃথিবীকে করে তুলেছে সুন্দর ও মনোরম। তারা মানবকল্যাণে আত্মহুতি দিয়েছে যুগে যুগে কালে কালে এভাবেই তাদের শ্রমে সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্নঃ ৩। এককালোতে ওরই নামে সব গা হবে আমি উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ চাষির ছেলে রূপাই। গায়ের রং কালো মুখের রং কালো। কিন্তু এই কালো মানুষটি নানা গুনে সেরা। জারি গানে লাঠিয়াল হিসেবে সকল কাজে সেরা তার শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে বুড়োরা বলে যেন পাগাল লোহা। মূলত রূপাইয়ের নানা গুনের কারণে হয়তো এককালে ওর নামেই সমস্ত গ্রামকে মানুষ চিনবে।

প্রশ্নঃ ৪। রূপাইয়ের সাথে চাষির মুখের হাসির তুলনা করা হয়েছে কেন?

উত্তরঃ চাষির মুখে হাসিতে যে অপার তৃপ্তি ও সুখ থাকে তাই যেন রূপাইয়ের মুখেও খেলা করে।

চাষির কাছে তার ফসল কচি ধানের চারাই পৃথিবীর সবচেয়ে আপন ও পরম সম্পদ। কঠোর পরিশ্রমের পরে চাষি যখন কচি চারাতোলেন তখন গর্বেও আনন্দে তার বুক ভরে যায়। তখন তার মুখে যে হাসি ফুটে উঠে তার সৌন্দর্যের কোনো তুলনাই হয় না। এ কারণেই রূপাইয়ের মুখের সাথে চাষির মুখের হাসির তুলনা করা হয়েছে।